

Rishu Kumar  
UG-6E-3rd Sem  
Pdt-3rd Sem

**Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya**  
**Dept. of Bengali (UG)**

Study Mat. UG, Bengali, GE, 1<sup>st</sup> Sem

"নিমগাছ" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার করো।

'নিমগাছ' গল্প প্রকাশিত হয় 'অদৃশ্যলোকে' গল্প সংকলনে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ছোট-বড়-মান্বারি ২৯টি বাক্যে গল্পটি সমাপ্ত। বনফুলের বিবিধ-বিচিত্র গল্পমালায় এটি একটি বিশিষ্ট অণুগল্প হিসেবে স্বীকৃত।

আমরা জানি, বনফুলের অণুগল্প বা গল্পিকাগুলি বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত। কেননা, এধরনের গল্পে প্রত্যক্ষত কোন আখ্যান নেই, আর যেটুকু আছে তা সংক্ষিপ্ত, সংযত, সংহত ভাবে তার বিস্তার ঘটেছে। বনফুলের অণুগল্পগুলি বেশির ভাগই ভাবকেন্দ্রিক। ভাবকেন্দ্রিক গল্পে প্রতীক-রূপকের ব্যবহারে গল্পকার তাঁর বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করেন। 'নিমগাছ' গল্পটিও একটি ভাবকেন্দ্রিক অণুগল্প। এগল্পে একটি মানুষকেন্দ্রিক ভাবকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃতির এক বিশেষ গাছ নিমগাছের বর্ণনার পর মানব জীবনের কাহিনীকে তার সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন।

ভাব কেন্দ্রিক গল্পের 'চরমক্ষণ' বা 'মহামূহূর্ত' (Climax) নির্ণয় একটু অসুবিধে। তবু ভাববিস্তারের ধর্মে তা বেশ বোঝা যায়। নিমগাছ গল্পের মহা-মূহূর্ত (Climax) ধরা পরে কবির প্রসঙ্গে। নিমগাছটির ডাল, পাতা, ছাল সকলে স্বাস্থ্যের জন্য যখন ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত তখন 'হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এল। যে ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙল না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিমগাছটির দিকে চেয়ে থাকল। 'খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।' তিনি কবিরাজ নন, কবি। অত্যাচারিত নিমগাছটির আত্যন্তিক মুক্তির আকুতিতে পূর্ণ এর পরের বাক্যটিই গল্পের চরমক্ষণ বা Climax 'নিমগাছটির ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।' এর পর গল্পের Falling Action। কিন্তু নিমগাছটি যেতে পারল না। কারণ, 'মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।' তারপর গল্পের শেষ বাক্য 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।' এই বাক্য যোজনা করার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকেনা, বৃহত্তর জীবনসত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে।

'নিমগাছ' গল্পের ভাব বা বিষয় একটি-ই। তা হল পাশের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার করুণ চিত্র অঙ্কন। কিন্তু গল্পের শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনায় পূর্ণ থাকলেও শেষ বাক্যটি সংযোজনের পরই নিমগাছের উপর অত্যাচারের তীব্রতা বা গভীরতা বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পায়।

'নিমগাছ' গল্পে ভাবের একমুখীনতা লক্ষ্য করার মতো। গল্পের শুরু থেকে গল্পকার নিমগাছের কষ্টকর জীবন কথা বর্ণনা করতে করতে প্রবেশ করলেন কবির জগতে, কবি এসে কবির দৃষ্টিতে নিমগাছটিকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। নিমগাছটিরও কবির সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারল না, কারণ মাটির ভেতর তার শেকড় বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে। তাই আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল। এই বর্ণনায় এতটুকু বৃত্তান্ত নেই, অতিশায়িতা নেই, একেবারে নির্মোদ বর্ণনা। তারপর শেষ বাক্যে জুড়ে গল্পটিতে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন বনফুল। অনুগল্পের শেষেই চোখ ধাঁধানো চমক থাকে, যা সমগ্র গল্পের ভাব সংহতি রক্ষা করে। এ গল্পেও ঐ শেষ বাক্যটি গল্পের একমুখী ভাব সংহতি রক্ষা করেছে এবং গল্পে সর্বাঙ্গ মানবিক আবহ সৃষ্টি করেছে। 'নিমগাছ' গল্পটি আকারে যেন গদ্যকবিতা, কিন্তু প্রকারে অণুগল্প 'ছোটগল্প'। চরণগুলিকে বনফুল কবিতার আকারে বাহ্যত সাজালেও কবি ও গৃহবধূর প্রসঙ্গে তা গল্পের জগতে পদার্পন করেছে। এগল্পে বিবৃতি মূলকতার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতাই (Indirect Suggestiveness) প্রাধান্য লাভ করেছে। গোটা গল্পে লেখক যে বিবৃতি দিয়েছেন নিমগাছের তা গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটির অত্যাচারিত, অবহেলিত জীবনকথা। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকে নি, মানব জীবনের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে।

বনফুল এগল্লের বিষয় অনুযায়ী গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করেছেন। নিমগাছের উপকারিতা সম্পর্কে যে যা ভাবে সেভাবে তার ভাবরূপ দিয়েছেন। কবিরাজ সেভাবে ভাবে কবি যেভাবে জীবনকে ভাবেন। তাই কবিরাজ যেখানে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত, সেখানে কবি "মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল, বা কি বাহার বাঃ বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সাগরে। এমন একজন কবিই ভাবতে পারেন, কবিই বলতে পারেন। এমন বনফুলের কবি সত্তারই একখণ্ড প্রকাশ।

গল্পটির নাম বনফুল 'নিমগাছ' রেখেছেন। বিষয়ের সঙ্গে দেখতে গেলে নামটি যথার্থ নয়, কেননা, নিমগাছের কথা থাকলেও আদতে গল্পটি নিমগাছের কোন আত্মকথা নয়, কিন্তু প্রতীকী অর্থে নামকরণ শিল্পসার্থক। কেননা, নিমগাছকে লক্ষ্যে রেখে কাহিনী বর্ণিত হলেও শেষ বাক্যটি সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পটিতে নিমগাছ আর 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটা' এক হয়ে গেছে। নিমগাছ যেন বধূর প্রতীক আর বধু যেন ঐ নিমগাছেরই প্রতীক। তাই প্রতীকধর্মী এই নামকরণ সার্থক মণ্ডিত হয়েছে।

"তাই সমস্ত দিক বিচার করে 'নিমগাছ' গল্পটিকে একটি শিল্প সার্থক ভাবকেন্দ্রিক প্রতীকী ছোটগল্প হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকে না আমাদের।" নিমগাছ" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার করো।

'নিমগাছ' গল্প প্রকাশিত হয় 'অদৃশ্যলোকে' গল্প সংকলনে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ছোট- বড়-মাঝারি ২৯টি বাক্যে গল্পটি সমাপ্ত। বনফুলের বিবিধ-বিচিত্র গল্পমালায় এটি একটি বিশিষ্ট অণুগল্প হিসেবে স্বীকৃত।

আমরা জানি, বনফুলের অণুগল্প বা গল্পিকাগুলি বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত। কেননা, এধরনের গল্পে প্রত্যক্ষত কোন আখ্যান নেই, আর যেটুকু আছে তা সংক্ষিপ্ত, সংযত, সংহত ভাবে তার বিস্তার ঘটেছে। বনফুলের অণুগল্পগুলি বেশির ভাগই ভাবকেন্দ্রিক। ভাবকেন্দ্রিক গল্পে প্রতীক-রূপকের ব্যবহারে গল্পকার তাঁর বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করেন। 'নিমগাছ' গল্পটিও একটি ভাবকেন্দ্রিক অণুগল্প। এগল্পে একটি মানুষকেন্দ্রিক ভাবকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃতির এক বিশেষ গাছ নিমগাছের বর্ণনার পর মানব জীবনের কাহিনীকে তার সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন।

ভাব কেন্দ্রিক গল্পের 'চরমক্ষণ' বা 'মহামুহূর্ত' (Climax) নির্ণয় একটু অসুবিধে। তবু ভাববিস্তারের ধর্মে তা বেশ বোঝা যায়। নিমগাছ গল্পের মহা-মুহূর্ত (Climax) ধরা পরে কবির প্রসঙ্গে। নিমগাছটির ডাল, পাতা, ছাল সকলে স্বাস্থ্যের জন্য যখন ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত তখন 'হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এল। যে ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙল না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিমগাছটির দিকে চেয়ে থাকল। 'খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।' তিনি কবিরাজ নন, কবি। অত্যাচারিত নিমগাছটির আত্যন্তিক মুক্তির আকুতিতে পূর্ণ এর পরের বাক্যটিই গল্পের চরমক্ষণ বা Climax 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।' এর পর গল্পের Falling Action। কিন্তু নিমগাছটি যেতে পারল না। কারণ, 'মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।' তারপর গল্পের শেষ বাক্য 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।' এই বাক্য যোজনা করার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি বহুমাাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকেনা, বৃহত্তর জীবনসত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে।

# Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

## Dept. of Bengali (UG)

Study Mat. UG Bengali (I) 3<sup>rd</sup> Sem

'নিমগাছ' গল্পের ভাব বা বিষয় একটি-ই। তা হল পাশের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার করুণা চিত্র অঙ্কন। কিন্তু গল্পের শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনায় পূর্ণ থাকলেও শেষ বাক্যটি সংযোজনের পরই নিমগাছের উপর অত্যাচারের তীব্রতা বা গভীরতা বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পায়।

'নিমগাছ' গল্পে ভাবের একমুখীনতা লক্ষ্য করার মতো। গল্পের শুরু থেকে গল্পকার নিমগাছের কষ্টকর জীবন কথা বর্ণনা করতে করতে প্রবেশ করলেন কবির জগতে, কবি এসে কবির দৃষ্টিতে নিমগাছটিকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। নিমগাছটিরও কবির সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারল না, কারণ মাটির ভেতর তার শেকড় বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে। তাই আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল। এই বর্ণনায় এতটুকু বৃত্তান্ত নেই, অতিশায়িতা নেই, একেবারে নির্মম বর্ণনা। তারপর শেষ বাক্যে জুড়ে গল্পটিতে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন বনফুল। অনুগল্পের শেষেই চোখ ধাঁধানো চমক থাকে, যা সমগ্র গল্পের ভাব সংহতি রক্ষা করে। এ গল্পেও ঐ শেষ বাক্যটি গল্পের একমুখী ভাব সংহতি রক্ষা করেছে এবং গল্পে সর্বায়ব মানবিক আবহ সৃষ্টি করেছে। 'নিমগাছ' গল্পটি আকারে যেন গদ্যকবিতা, কিন্তু প্রকারে অণুগল্প 'ছোটগল্প'। চরণগুলিকে বনফুল কবিতার আকারে বাহ্যত সাজালেও কবি ও গৃহবধূর প্রসঙ্গে তা গল্পের জগতে পদার্পন করেছে। এগল্পে বিবৃতি মূলকতার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতাই (Indirect Suggestiveness) প্রাধান্য লাভ করেছে। গোটা গল্পে লেখক যে বিবৃতি দিয়েছেন নিমগাছের তা গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটির অত্যাচারিত, অবহেলিত জীবনকথা। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকে নি, মানব জীবনের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে।

বনফুল এগল্পের বিষয় অনুযায়ী গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করেছেন। নিমগাছের উপকারিতা সম্পর্কে যে যা ভাবে সেভাবে তার ভাবরূপ দিয়েছেন। কবিরাজ সেভাবে ভাবে কবি যেভাবে জীবনকে ভাবেনা। তাই কবিরাজ যেখানে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত, সেখানে কবি "মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল, বা কি বাহার বাঃ বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়ের। এমন একজন কবিই ভাবতে পারেন, কবিই বলতে পারেন। এয়েন বনফুলের কবি সত্তারই একখণ্ড প্রকাশ।

গল্পটির নাম বনফুল 'নিমগাছ' রেখেছেন। বিষয়ের সঙ্গে দেখতে গেলে নামটি যথার্থ নয়, কেননা, নিমগাছের কথা থাকলেও আদতে গল্পটি নিমগাছের কোন আত্মকথা নয়, কিন্তু প্রতীকী অর্থে নামকরণ শিল্পসার্থক। কেননা, নিমগাছকে লক্ষ্যে রেখে কাহিনী বর্ণিত হলেও শেষ বাক্যটি সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পটিতে নিমগাছ আর 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটা' এক হয়ে গেছে। নিমগাছ যেন বধূর প্রতীক আর বধু যেন ঐ নিমগাছেরই প্রতীক। তাই প্রতীকধর্মী এই নামকরণ সার্থক মণ্ডিত হয়েছে।

"তাই সমস্ত দিক বিচার করে 'নিমগাছ' গল্পটিকে একটি শিল্প সার্থক ভাবকেন্দ্রিক প্রতীকী ছোটগল্প হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকে না আমাদের।

Study Mat. Circulate by Dr. Rajesh Khan  
SACT - I, Dept. of Bengali  
Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya